বিদ্রোহী কবি – জোবায়ের জুবেল

নামে তোমার আগুন জ্বলে
ছড়ায় প্রতিবাদ,
সেই আগুনের অনল থেকে
যায়নি তো কেউ বাদ।

বাংলা মায়ের ঘরে ঘরে
আজও আছে রেশ,
কলম দিয়ে গড়েছিলে
সোনার বাংলাদেশ।

শান্তির দর্পন – লুৎফুর রহমান চৌধুরী

সত্যের দরজা খুলে দেখো
মিথ্যার জানালাগুলো বন্ধ করো
চারিপাশের আবর্জনাকে
দূষণমুক্ত করে সুন্দর সমাজ
গঠন করার স্বপ্ন দেখো।

নিজের শিক্ষাগত যোগ্যতাকে অন্যের হাতিয়ার হিসাবে
ব্যবহার করতে দিও না
বিবেক বুদ্ধি অবশ্যই আমাদের আছে তাহলে কেন?

আমাদের এতো কষ্টের শিক্ষা কলঙ্কের কালিমায় লেপে দিচ্ছি?

প্রতিটি বাবা মা সন্তানকে

শিক্ষার আলোয় আলোকিত করতে তাদের জীবনের সকল সহায় সম্বল ব্যয় করে শিক্ষিত করতে চান, সেই বাবা-মাকে উপহার হিসাবে আমরা তাদের কী দিচ্ছি?

বাবা মায়ের মুখে হাসি ফোটানোর
বদলে আমরা জেনে শুনে
তাদের মুখে বিষ ঢেলে দিচ্ছি
এখনো সময় আছে
সত্যের দরজা খুলে দেখো
আমাদের শিক্ষা আমরা কারো
হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করতে দেবো না!

বাবার কাছে চিঠি – প্রসেনজিৎ মণ্ডল

বাবা তুমি আসনা ফিরে, মোদের বাড়ি।
তুমি ছাড়া ভালো লাগেনা, আমাদের এই বাড়ি।
মা কাঁদে তোমার জন্য,সকাল বিকাল সাঁঝে।
বোন করে বায়না।

তুমি ছাড়া তার নাকি, বাড়িতে মন বসেনা। বাবা আসনা ফিড়ে বাড়ি।
সবাই মিলে নাহয় নুন ভাত খেয়েই।
একসাথে সুঃখে থাকতে পারি।

পার্বণ আসিতেছে তড়ে,মোদের এই ছোট ঘরে। রঙ বে রঙের পোশাকে,সাজবে সবাই গাঁয়েতে। মা বলেছে দরকার নেই, তার নতুন শাড়ি।

আমার দরকার নেই পোশাক।
বোন বলেছে তুমি, আসলেই ফিরে বাড়ি।

আসবে মোদের ঘর রাঙিয়ে, নতুন পার্বণ মাখা উৎসব।

বেফাঁস কথা – হাফিজুর রহমান

ধ্যানে বসেছে জ্ঞান
বুদ্ধির মাথা নষ্ট,
দায়িত্বের দেহে দগদগে ক্ষত
হচ্ছে ভীষণ কষ্ট।

চড়া বাজারের তাপে
যাচ্ছে মগজ গলে,
হারিয়ে গেছে মুখের লাগাম
বেফাঁস কথা বলে।

আয়-রে আয় ফিরে
দায়িত্ব দে কাঁধে,
ধ্যান রেখে আয় না-রে জ্ঞান
পড়তে দিস না খাদে।

বৃষ্টি এলো – রিয়াজ মাহমুদ রাতুল

বৃষ্টি এলো ঝমঝমিয়ে
থমকে গেলো সব।

বৃষ্টি এলো বৃষ্টি এলো
জুড়লো কলরব।

বৃষ্টি এলো বৃষ্টি এলো

ভিজলো গাছের পাতা।

বৃষ্টি পড়ে টাপুরটুপুর
ভাঙে ব্যাঙের ছাতা।

বৃষ্টি এলো বৃষ্টি এলো
শীতল হল ধরা।

প্রাণ ফিরেছে তরুলতার
কেটে গেল খরা।

কলম সৈনিক – মোছাঃ সীমা ইসলাম

রুখে দাড়াও কলম সৈনিক
কলম হাতে নিয়ে,
অপরাধীর মুখোশ খোলো
লেখার মধ্য দিয়ে।

ন্যায়ের পক্ষে চালাও কলম
কবি লেখকগনে,
প্রতিবাদটি করতে হবে সাহস রাখো মনে।

লেখক কবি যোদ্ধা তুমি ন্যায়ের পক্ষে রবি,
লেখার মাঝে তোলে ধরো সমাজের সব ছবি।

ভীরু মানুষ সজাগ হবে কবির লেখা পড়ে,
প্রতিবাদের ঝড় তুলিবে ঐক্য সবাই গড়ে।

অত্যাচারী –জুলুমকারী পাবে না আর মুক্তি,

লেখার মধ্যে বুঝিয়ে দাও
শাস্তি পাবার যুক্তি।

শরৎ ঋতু – মোঃ তাইফুর রহমান

শুভ্র মেঘে আকাশ ভরা
দেখতে ভালো লাগে
তাইতো শরৎ আসে যখন
শান্তি মনে জাগে।

প্রকৃতি খুব সাজে ভালো
শরৎ যখন আসে
বিলে দেখি শাপলাগুলো কি যে দারুণ ভাসে।

নদীর তীরে কাশের মেলা দেখি নয়ন ভরে
প্রকৃতির ওই আয়োজনে
মন টিকেনা ঘরে।

দূর্বাঘাসে শিশির বিন্দু মন ভরে যায় সুখে
শরৎ ঋতুর রূপের কথা
সবার মুখে মুখে।

হাসি খুশির তালে তালে কাটে শরৎ বেলা
রাত্র হলে আকাশ জুড়ে শুধু তারার মেলা।

বৃক্ষরোপন – রবিউল ইসলাম

এখন বর্ষা মৌসুমে করি
সকলে বৃক্ষরোপণ,
বৃক্ষ মোদের এই সমাজের
অতি আপন,
সবুজ পাতায় ভরা বৃক্ষ
মিস্টি তাদের ফল
ফলে থাকে প্রচুর ভিটামিন দেহে আনে বল।

বৃক্ষ থেকে কাঠ দিয়ে বানায় নানা আসবাবপত্র,
ঘরবাড়ি তৈরি ও সাজাতে মোদের লাগে যে সর্বত্র।

আরও অনেক কাজে লাগে
শেষ হবে না বলা,
দৈনন্দিন রান্না করতে লাগে যে খড়ি চলা।

আমাদের এই জীবন বাচাতে বৃক্ষের নাই যে জুড়ি, বিনামূল্যে আল্লাহর রহমত অক্সিজেন গ্রহণ করি।

চারিদিকে গাছগাছালি
সবি যেন চিরসবুজ
গাছ না লাগিয়ে কাটে শুধু যে সে বড় অবুঝ।

সবুজ গাছের শিকড় বাকল
আরো গাছের পাতা,
কতো রোগের ঔষধ যে গাছ, গুনি বলে সে কথা।

সবাই মিলেমিশে গাছ লাগিয়ে বাচায় পরিবেশ।

গড়ে তুলে তোমার আমার
সবুজ বাংলাদেশ।

বৃষ্টি সন্ধ্যা – জান্নাতুন নাহার নূপুর

গোধুলী ঘরে আসার আগেই
টিনের চালে বৃষ্টির নৃত্য
ছমছম ঝমঝম
সেই সাথে বেজে উঠে
আমার পায়ের নূপুর ঝুমঝুম এঘর থেকে ওঘর ।

হাঁসগুলো স্নান সেরে
শুরু করলো প্যাকপ্যাক
বর্ষার জল গায়ে পড়তেই
খোয়ারে গিয়ে হলো নিঃচুপ
আর আমি ভেজা চুলে
জানালার পাশের চেয়ারটায় বসলাম।

হাত বাড়ালেই বৃষ্টির স্পর্শ
একবিন্দু পরেই সবুজাভ
অবারিত কচিধানক্ষেতের মাঠ
বৃষ্টির ফোঁটায় আলিঙ্গন করছে সারা মাঠ আর আমি সব ভুলে মজে গেছি বৃষ্টি সন্ধ্যায়।

পুবাল হাওয়া – রাজীব হাসান

তাকধিনাধিন নাচছে ফড়িং
মেলে দিয়ে পাখনা
গাইছে সাথে পুবাল হাওয়া
খুলে নিজের ঢাকনা।

শনশন করে হাওয়ায় উড়ে
জংলি ফুলের লতা
আলাপ করে মৌমাছিরাও বলছে দুঃখের কথা।
লতার ফাঁকে টুনটুনিটার পেয়েছিলো দেখা
পুবাল হাওয়ায় ঘর হারিয়ে বসে নীরব একা।